ইতমিনান নূরানী কিন্ডারগার্টেন বোর্ড, বাংলাদেশ।

প্লে থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে জেনারেলসহ হাফেজে কুরআন

আমার
বাংলা বই

তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য

রচনায়

মাহফুজ ঢালী

বি.এড (অনার্স), শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
এমএ (মাস্টার্স) এডুকেশন- বেডফোর্ডশায়ার ইউনিভার্সিটি, ইংল্যান্ড (অধ্যয়নরত)

সম্পাদনায়

মাওলানা মুহাম্মদ মুসা খান

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক : মাদরাসায়ে আবু হুরায়রা (রা.)
ইতমিনান বালিকা হিফজুল কুরআন মাদরাসা, মাদরাসায়ে হুসাইন রা.
খতীব: মধুবাগ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ।
মুহাদ্দিস: আল-জামিয়া আল-আরাবিয়া আনোয়ারুল রাহমানিয়া, কোনাপাড়া, ঢাকা।

মুফতি আকরাম হুসাইন

তাখাসসুস ফিল ফিকহ: আকবর কমপ্লেক্স, মিরপুর

ইতমিনান পাবলিকেশন্স

cvV-01 সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ

বিসমিল্লাহির রহমা-নির রহীম। আমি পড়া আরম্ভ করছি মহান আল্লাহ তায়ালার নামে। যিনি পরমকরুণাময় অসীম দয়ালু।

আমার প্রভূ-	আল্লাহ
আমার ধর্ম-	ইসলাম
আমার কিতাব-	কুরআন
আমার কিবলা-	কা'বা
আমার নবী-	মুহাম্মদ (স.)
আমার কালিমা	লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ

P‡jv wKQz cÖ‡kœi DËi †R‡b

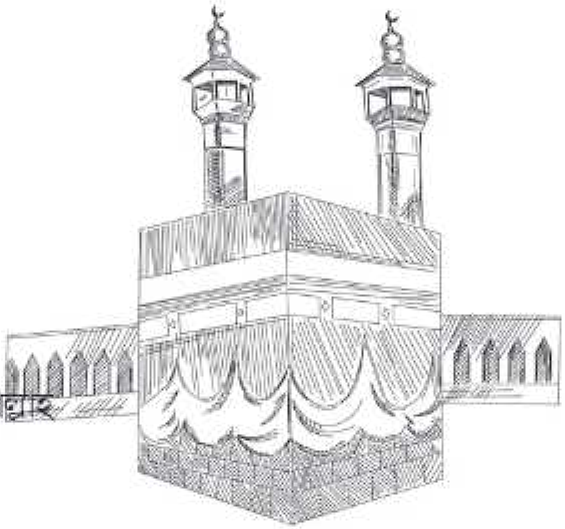

মহাবিশ্ব কে সৃষ্টি করেছেন?	আল্লাহ
আকাশ কে সৃষ্টি করেছেন?	আল্লাহ
জমিন কে সৃষ্টি করেছেন?	আল্লাহ
দিন-রাত কে সৃষ্টি করেছেন?	আল্লাহ
চাঁদ-সূর্য কে সৃষ্টি করেছেন?	আল্লাহ
বৃষ্টি কে বর্ষণ করেন?	আল্লাহ
তোমাকে কে সৃষ্টি করেছেন?	আল্লাহ

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টিকর্তা, তিনিই আমাদের রব।

পাঠ-০৩ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)

আমাদের দেশ থেকে পশ্চিম দিকে ৪৫৮৪ কি. মি. দূরে অবস্থিত সৌদি আরব। ১৪৫০ বছর পূর্বে আরবের অবস্থা ছিল অত্যন্ত নাজুক। সে মানুষরা ছিল বর্বর। একে অপরের সাথে মারামারি, হানাহানি, কলহ ও ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত থাকত। মহান আল্লাহ্ তায়ালাকে একমাত্র প্রভু হিসেবে না মেনে অন্যান্য দেব-দেবীকে পূজা অর্চনায় ব্যস্ত থাকত। এভাবে তারা আল্লাহ্ তায়ালার সাথে বড় বড় শিরকে জড়াতো। আরব-সহ সারাবিশ্বের মানুষকে হেদায়াতের পথে আনতে মহান আল্লাহ একজন মহামানব প্রেরণ করেন। তিনি হলেন শ্রেষ্ঠ মানব মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.), যিনি রহমাতুল লিল আলামীন।

আরবের প্রসিদ্ধ এক শহর মক্কা। যেখানে আল্লাহর ঘর অবস্থিত। মহানবী (স.) ৫৭০ খৃষ্টাব্দে মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। দিনটি ছিল সোমবার ভোরবেলা। তাঁর জন্মের সময় তাঁর মাতা একটি নূর দেখতে পেলেন। যার আলোয় পূর্ব-পশ্চিম আলোকিত হয়ে গিয়েছিল। জন্মের সুসংবাদ শুনে তাঁর দাদা নাম রাখেন "মুহাম্মদ"। মহানবী (স.)-এর পিতার নাম "আব্দুল্লাহ" এবং মাতার নাম "আমিনা"। তাঁর দাদার নাম আব্দুল "মুত্তালিব"।

অনুশীলনী

ক. শব্দ-শিখি :

ম্যানগ্রোভ — শ্বাসমূল জাতীয় বৃক্ষ
কালবৈশাখী — বৈশাখের প্রচন্ড ঝড়
নাতিশীতোষ্ণ — অতি শীতও নয়, অতি গরমও নয়।
কর্কটক্রান্তি — পৃথিবীর মানচিত্রের একটি রেখা
সমভাবাপন্ন — এক ধরণের
গুণগুণ — অস্পষ্ট ধ্বনি
বাহারি — শোভা
দখিনা — দক্ষিণ দিক
ধেয়ে আসা — দ্রুত গতিতে আসা

খ. যুক্তবর্ণ শিখি :

আকৃষ্ট — ষ্ট — ষ + ট = স্পষ্ট
আল্লাহ্ — ল্ল — ল + ল = লিল্লাহ্
বিভিন্ন — ন্ন — ন + ন = অন্ন
পর্যন্ত — ন্ত — ন + ত = অন্ত
উত্তপ্ত — প্ত — প + ত = প্রাপ্ত
পাল্টা — ল্ট — ল + ট = উল্টা
বাঙ্গি — ঙ্গ — ঙ + গ = ব্যাঙ্গ

গ. ডান পাশের শব্দ দিয়ে খালি ঘর পূরণ করি।

১। পাড়ায় মহল্লায় ——— উৎসব পড়ে।	বাংলাদেশ
২। শীতকালে চারদিক ——— হয়ে যায়।	সমভাবাপন্ন
৩। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর আমাদের ———	নবান্ন
৪। এই দেশের আবহাওয়া ———	জড়সড়
৫। মাঝে মাঝে ধেয়ে আসে	কালবৈশাখী

ঘ. বিপরীত শব্দ জেনে নিই।

উত্তপ্ত — ঠান্ডা   শহর — গ্রাম   সূর্য — চাঁদ   রোদ — বৃষ্টি   ফুল — ফল

ঙ. উত্তর বলি ও লিখি

১। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি কাকে বলা হয়?
২। শীতকালের ফসলের নাম লিখ?
৩। কোন ঋতুতে ধান পাকে?
৪। গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা কত থাকে?
৫। কর্কটক্রান্তি রেখা কী?

উত্তম ও অধম

শেখ সাদী

কুকুর আসিয়া এমন কামড়
দিল পথিকের পায়
কামড়ের চোটে বিষদাঁত ফুটে
বিষ লেগে গেল তায়।
ঘরে ফিরে এসে রাত্রে বেচারা
বিষম ব্যথায় জাগে,
মেয়েটি তাহার তারি সাথে হায়,
জাগে শিয়রের আগে।
বাপেরে সে বলে ভৎসনা ছলে
কপালে রাখিয়া হাত,
তুমি কেন বাবা, ছেড়ে দিলে তারে
তোমার কি নাই দাঁত?
কষ্টে হাসিয়া আর্ত কহিল
তুইরে হাসালি মোরে,
দাঁত আছে বলে কুকুরের গায়ে
দংশি কেমন করে?
কুকুরের কাজ কুকুর করেছে
কামড় দিয়েছে পায়,
তা বলে কুকুরে কামড়ানো কিরে
মানুষের শোভা পায়?

পাঠ-২০ ওস্তাদের হক

তোমাদের ওস্তাদরা তোমাদের সত্যিকারের মানুষ গড়ার কারিগর। একজন কারিগর যেমন বাড়ি বানান, আসবাবপত্র বানান, তৈজসপত্র বানান, প্রয়োজনীয় বস্তু বানান সেভাবে ওস্তাদগণও তে-ামাদেরকে ধীরে ধীরে আদর, যত্ন, ভালোবাসা, পড়ালেখা দিয়ে বড় করে তোলেন। এজন্য তে-ামাদের ওস্তাদদেরকে মানুষ গড়ার কারিগর বলা হয়।

তোমরা যারা তালিবুল ইলম তোমাদের মর্যাদা সবার উপরে। ফেরেশতারা তোমাদের পায়ের নিচে তাদের পাখা বিছিয়ে দেন। ফলে তোমাদের সম্মান অনেক বেড়ে যায়। তোমরা হও মর্যাদাবান।

যারা নম্র, ভদ্র, মনোযোগী ও মাদ্‌রাসার প্রতি আনুগত্যশীল তাদের জন্য ওস্তাদরা মন থেকে দুয়া করেন। জীবনে উন্নতির ক্ষেত্রে ওস্তাদের দুয়ার অনেক প্রভাব রয়েছে। তাদের দুয়ার ফলে তোমরা একদিন অনেক সফল হবে, ইনশাআল্লাহ:

মনে রেখো, ওস্তাদের দুয়া, ভালোবাসা, নেক নজর, পেতে হলে কিছু কাজ করতে হয়। একজন আদর্শ তালিবুল ইলম হিসেবে যেসব বিষয় তোমাদেরকে এখন থেকেই মেনে চলা উচিত। যথা :

১। ওস্তাদের সাথে কথা বলার সময় আদব ও তা'জীম বজায় রেখে কথা বলতে হবে।

২। ওস্তাদের দিকে তাকানোর সময় ভক্তির সংমিশ্রণ ঘটাবে।

মা

কাজী কাদের নেওয়াজ

মা কথাটি ছোট্ট অতি
কিন্তু জেনো ভাই,
ইহার চেয়ে নামটি মধুর
তিন ভুবনে নাই।
সত্য ন্যায়ের ধর্ম থাকুক
মাথার পরে আজি,
অন্তরে মা থাকুক মম
ঝরুক স্নেহরাজি।
রোগ-বিছানায় শুয়ে শুয়ে
যন্ত্রণাতে মরি,
সান্ত্বনা পাই মায়ের মধু
নামটি হৃদে স্মরি।
বিদেশ গেলে ঐ মধু নাম
জপ করি অন্তরে,
মন যে কেমন করে আমার
প্রাণ যে কেমন করে।
মা যে আমায় ঘুম পাড়াত
দোলনা ঠেলে ঠেলে,
শীতল হতো প্রাণটা, মায়ের
হাতটা বুকে পেলে।
মাগো, আমি বিদেশ থেকে
দিচ্ছি তোমায় চিঠি,
কেমন আছ জানতে চাহি,
দেখতে চাহি দিঠি।
তোমায় স্মরি চোখ ফেটে মোর
অশ্রু যে আজ ঝরে,
প্রাণ যে কেমন করে আমার
মন যে কেমন করে।

পাঠ-২৫ এক কথায় প্রকাশ

শিক্ষা দেন যিনি –শিক্ষক

কুরআন মুখস্ত যার – হাফেজ

উপায় নেই যার – নিরুপায়

সীমা নেই যার – অসীম

ভয় নেই যার – নির্ভীক

জ্ঞান আছে যার – জ্ঞানী

টাকা পয়সা সংক্রান্ত – আর্থিক

যিনি কৃষি কাজ করেন – কৃষক

আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস আছে যার – আস্তিক

আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস নাই যার – নাস্তিক

দু'ভাষা জানেন যিনি – দোভাষী

যার মা- বাবা নেই – এতিম

যার দয়া আছে – দয়ালু

যিনি দান করেন – দানশীল

যার দুঃখ আছে – দুঃখী

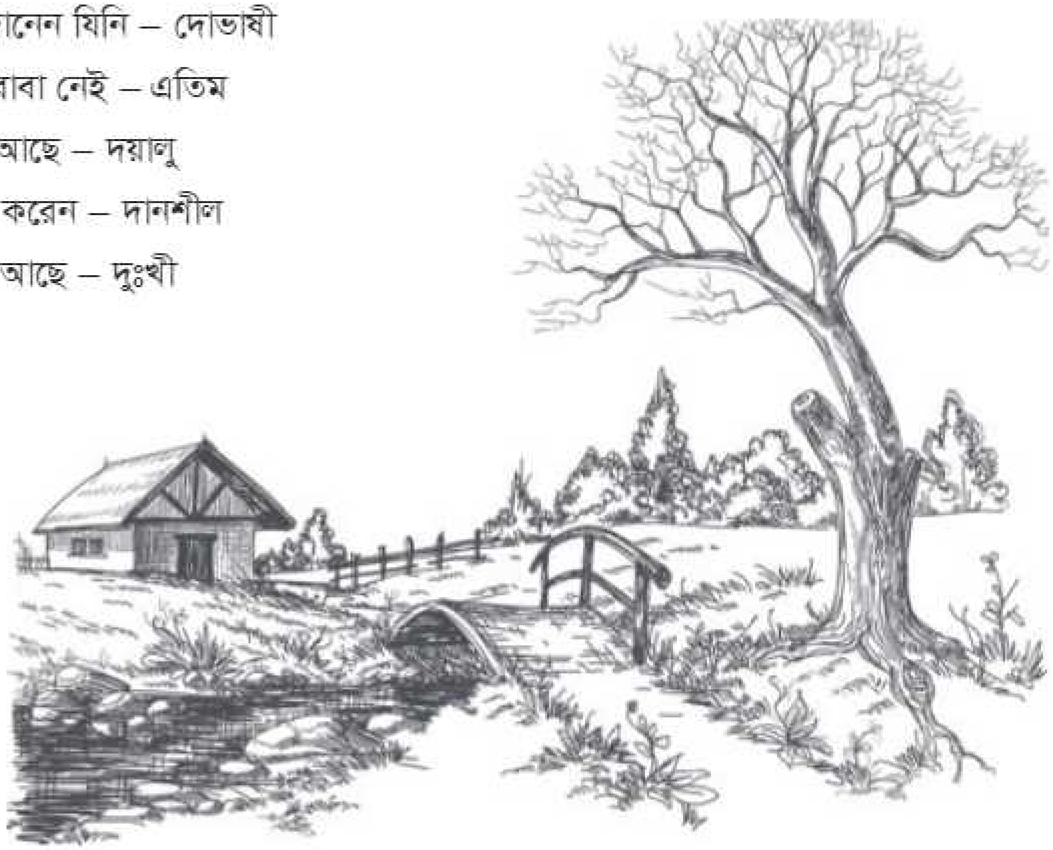

পণ্ডশ্রম

শামসুর রাহমান

এই নিয়েছে ঐ নিল যাঃ! কান নিয়েছে চিলে,
চিলের পিছে মরছি ঘুরে আমরা সবাই মিলে।
কানের খোঁজে ছুটছি মাঠে, কাটছি সাঁতার বিলে,
আকাশ থেকে চিলটাকে আজ ফেলব পেড়ে ঢিলে।

দিন-দুপুরে জ্যান্ত আহা, কানটা গেল উড়ে,
কান না পেলে চার দেয়ালে মরব মাথা খুঁড়ে।
কান গেলে আর মুখের পাড়ায় থাকল কি-হে বল?
কানের শোকে আজকে সবাই মিটিং করি চল।

যাচ্ছে, গেল সবই গেল, জাত মেরেছে চিলে,
পাঁজি চিলের ভূত ছাড়াব লাথি-জুতো কিলে।
সুধী সমাজ! শুনুন বলি, এই রেখেছি বাজি,
যে-জন সাধের কান নিয়েছে জান নেব তার আজই।

মিটিং হল ফিটিং হল, কান মেলে না তবু,
ডানে-বাঁয়ে ছুটে বেড়াই মেলান যদি প্রভু!
ছুটতে দেখে ছোট ছেলে বলল, কেন মিছে
কানের খোঁজে মরছ ঘুরে সোনার চিলের পিছে?

নেইকো খালে, নেইকো বিলে, নেইকো মাঠে গাছে;
কান যেখানে ছিল আগে সেখানটাতেই আছে।
ঠিক বলেছে, চিল তবে কি নয়কো কানের যম?
বৃথাই মাথার ঘাম ফেলেছি, পণ্ড হল শ্রম।